ভোজ

আমাদের বাড়ির সামনের দিকটায়, 'তোষা' পাহাড়ের ঠিক গা ঘেঁষে ক'টা ঘুপচি চালাঘর। তারই একটাতে ছিল এক চাষী আর এক চাষীবউ আর তাদের নয়নের মণি ছোট্ট একটা ছট্‌ফটে দুরন্ত ছেলে যার নাম 'তিলাহুন'। আর ছিল 'তিলাহুন'এর খেলার সাথী, সারা দিন-রাতের সঙ্গী এক মেষশাবক। তুষারের মত ধবধবে যার লোম, আধখানা চাঁদের মত বাঁকানো এক জোড়া শিং। অর্থাৎ মেষ- শাবক এখন আর পুরোপুরি শাবক ছিল না, বেশ বড়সড় মোটাসোটা মদ্দা মেষ বলা চলতো তাকে। কিন্তু সে কথা তেমন খেয়াল করতো না কেউ। কালো-কোলো 'তিলাহুন' আগের মতই তার কালো কোঁকড়ানো, ছাতার মত ছেয়ে থাকা চুলের মাথা, শাদা কোঁকড়ানো লোমে ভরা ভেড়ার গায়ে সাঁটিয়ে খেলা করতো সর্বক্ষণ।

ওর বাপ 'আসনাকে' বারোয়ারী ক্ষেতে মজুরী করতো। 'আসনাকে'র বউ 'আস্‌কাল্‌' উদয়াস্ত খেটে বেড়াতো। সারা সকাল বনে বাদাড়ে ঘুরে পিঠে কাঠ-কুটো, ডাল-পালার পেল্লায় গাঁঠরি বেঁধে দুপুর নাগাদ ফিরতো বোঝার আড়ালে দু'ভাঁজ হয়ে। আশেপাশের অন্যান্য চতুষ্পদ ভারবাহী প্রাণীগুলোর মতই দেখাতো তাকে। শুধু মাঝে মাঝে চলন্ত গাছগাছালির ফাঁকে রং-জ্বলা ময়লা স্কার্টের তলায় 'কেবে' (মাখন) ঘষা, চকচকে পা দু'খানার ঝলক দেখা যেতো।

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে দুপুরে ঠিক একই সময়ে যেতে দেখতাম তাকে - অর্থাৎ চলমান গাছপালার আড়াল থেকে হঠাৎ বেড়িয়ে পড়া তার পা জোড়াকে। এর খানিক পরে বোঝা রেখে শুকনো পাতা-কাঠ-কুটো জ্বেলে 'ইনজেরা' বানাতে বসতো সে। অবশ্য রোজদিন নয়। গরীব ঘরে রোজ রোজ 'ইনজেরা' খাওয়া পোষায় না। বানানো তো নয়ই। একদিন বানালে চার-পাঁচ দিন চলতো। তারপর কিছুদিন ভুট্টা ও জোয়ার

সিদ্ধ দিয়ে চালাতে হ'ত - কোনদিন ভরপেট, কোনদিন আধপেট। কোন কোনদিন প্রায় নিরম্বু উপবাসই বলতে গেলে। খুদকুঁড়ো যা কিছু 'তিলহুন'কে খাইয়ে শুকনো মুখে বসে থাকতো 'আস্‌কাল্‌'।

এরকমটা কিন্তু দেখা যায় না সচরাচর। কারণ 'তিলাহুন' 'আস্‌কাল'এর আসল ছেলে নয়। ওর নিজের ছেলেরা এবং মেয়েরা - যে যার নিজেদের বাপের কাছে থাকে। যেমন 'তিলাহুন' থাকে নিজের বাপের কাছে। কিন্তু পেটে না ধরলেও, 'তিলাহুন'এর যত্ন-আত্তি কিছু কম করে না 'আস্‌কাল্‌'।

ইদানীং 'তিলাহুন' 'কাবেল'এর ক্রেশে যেতে সুরু করেছিল। 'তিলাহুন'কে ক্রেশে রেখে 'আস্‌কাল্‌' কাজে যেতো এখানে সেখানে। একদিন 'আস্‌কাল্‌' আর তার স্বামী 'আসনাকে' দেখলাম ভেড়াটাকে নিয়ে বেলাবেলি কোথায় বেরোলো। তারপর আর অত খেয়াল করিনি। বিকেলের দিকে দেখি ওদের ছোট্ট চালাঘরখানা ঘিরে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। বিরাট বড় গনগনে উনোনে প্রকাণ্ড একটা ডেকচি ভর্তি 'ওয়াৎ' (ঝোল ঝোল মশলাদার মাংস) টগবগ করে ফুটছে। লোকজনের ভিড়ে কোথাও তিলার্ধ স্থান নেই আর। 'আসনাকে' ভারিক্কি চালে 'গাবি' গায়ে অতিথি সম্বর্ধনায় ব্যস্ত। 'আস্‌কাল' ডেকচিতে হাতা চালাতে চালাতে ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হেসে তাদের আপ্যায়িত করছে। বহুক্ষণ ধরে খানাপিনা হ'ল।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে চাদর ঢাকা প্রকাণ্ড ট্রেতে চার ভাঁজ করা 'ইনজেরার' পাশে 'ওয়াৎ'এর বাটি বসিয়ে দিয়ে গেল 'আস্‌কাল্‌'।

"'আম্‌তু'।"

"কি ব্যাপার? 'ফসিকা' তো পার হয়ে গেছে। আজ আবার কিসের উৎসব?"

'আস্‌কাল্‌' আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা কুশল প্রশ্ন শুরু করে দিলো -

"ডেহনা নিশ?"

"ডেহনা। ডেহনা নিশ?"

"ডেহনা। ডেহনা নিশ?"

"ডেহনা।"

তারপর ট্রে নামিয়ে রেখে ফুরুৎ করে চলে গেল।

সৌমেন বললো, "ওরে বাপ্‌রে, একি 'ইনজেরা' না বেডকভার এক একখানা। এত খাবে কে?"

বললাম, "সব খেতে হ'বে না, একটুখানি চেখে দ্যাখো শুধু। যদি 'বেরবেরে'র (লঙ্কাগুঁড়ো) বাড়াবাড়ি না হয়ে থাকে। যা লাল টুকটুকে চেহারা খুলেছে 'ওয়াৎ'এর, চোখের জলে নাকের জলে হ'তে হ'বে বোধহয়। যা পারো খাও, ওবেলা 'তাইতু'কে ধরে দেবো বাকিটা। খুব খুশি হ'বে।"

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ওদিক থেকে চিৎকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে বাইরে এলাম। দেখি 'তিলাহুন' আথালি-পিথালি খেয়ে কাঁদছে। 'আস্‌কাল্‌' অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কে শোনে তার কথা। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে ছেলেটা। এ সময় 'তিলাহুন'কে বাইরে দেখিনি কোন দিন। পাড়ার আর সব ছেলেপুলের মত ওকে বেলাবেলি ঘরে পুরে ফেলে 'আস্‌কাল্‌', সন্ধ্যে না লাগতেই। হায়েনার আনাগোনার অনেক আগেই। আজ আবার কি হ'ল? পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। 'তাইতু'ও আমার পিছু পিছু গেল।

"তিলাহুন কাঁদছে কেন?"

'আস্‌কাল্‌' করুণ মুখে কিছু বললো। দোভাষী 'তাইতু' অনুবাদ করে জানালো 'তিলাহুন'এর আদরের ভেড়াটা আজ মারা গেছে।

"ওমা, সেকি? কখন?"

'আস্‌কাল্‌' চোখ মুছে বললো, "সকালে ওটাকে নিয়ে বাজার যাচ্ছিলাম। বড় টানাটানি যাচ্ছে 'আম্‌তু'। ক'দিন 'ইনজেরা' জোটে নি। একটানা উপোস দিয়ে মরদটা শুকিয়ে যাচ্ছে। এরপর আর খাটতেও পারবে না। তা'হলে তো ডাহা উপোস দিয়ে মরতে হ'বে আমাদের ! তাই ওটাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু গরীবের বরাত। বড় রাস্তাটার উপর ঠিক হাটের পথের মাঝামাঝি জায়গাটায় 'ওরেলু'র বাস দিয়েছে এক ধাক্কা ----।"

"কাকে?"

"কাকে আবার? সেই ভেড়াটাকে। আমাদের যা একখানা কপাল 'আম্তু'।" 'আস্কাল্' কপালে কিল মেরে বলে।

তাইতু অনুবাদ ভুলে খাঁটি আমহারিকে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "আর্‌র্‌রে ! সেই বাস চাপা ভেড়ার মাংসে দাবৎ দিয়েছিস্ তুই? হ্যাক্ থু !"

'আস্কাল্' দু'হাত নাড়তে নাড়তে আমার একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লো, "না 'আম্তু', উপরওলার দিব্যি, 'ইগজাবর এমূত'! বাস চাপা পড়ে মরা 'ইবক্ সিগা' খাওয়াইনি তোমাদের। চাপা পড়ে তক্ষুনি মরেনি ভেড়াটা। ধরে প্রাণ ছিল। ছট্‌ফট্ করছিল। 'তিলাহুন'এর বাপের হাত থেকে চাকুখানা নিয়ে তক্ষুনি জবাই করলাম তাকে। মেয়ে মানুষের কাজ নয়, কিন্তু কি করবো? 'আসনাকে' তখন হাঁদার মত হায় হায় করছে। আর একটু দেরী হ'লেই হয়েছিল আরকি ! ভাগ্যিস চাকুখানা ছিল হাতের কাছে ----।"

"তা খেতে পাচ্ছিলি না, তার বদলে দিব্যি ভোজ হয়ে গেল। ভোজের খরচা এলো কোত্থেকে? ওই লাল টুকটুকে ঘি জবজবে 'ওয়াৎ', নরম 'ইনজেরা'।"

"কি করবো 'আম্তু', মাংসাটা যখন জুটেই গেল একা একা খাব সবটা? এ বরং ধারধোর করে সবার পাওনা নেমতন্নগুলো চুকিয়ে দেওয়া গেল একসাথে। এখন তখন করে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, কিছুতেই সাহসে কুলোচ্ছিল না। এ বেশ ঝপ্ করে একবারে হয়ে গেল। ঠ্যালার নাম বাবাজি ----।"

'আস্কাল্' 'তিলাহুন'এর হাত ধরে ঘরে ঢুকে ঝাঁপি বন্ধ করলো।

'তাইতু' বললো, "'হারেরগি'তে ক'দিন আগে কি হয়েছে শোনোনি 'আম্তু'? ওখানে তো আরও বেশী হায়েনা। ইয়া বড় বড়। আমার মা 'হারেরগি'তে থাকে। গত রোববারে এসেছিল, তারই কাছে শুনলাম। ওদের 'কফতেঁয়ার অতো গেতেচ্চো' পাঁড় মাতাল। রোজদিন নেশা করে। সেদিন কোত্থেকে নেশায় বুঁদ হয়ে ফিরছিল সন্ধ্যার পর। কখন পা হড়কে পড়ে গেছে রাস্তায়, তারপর আর হুঁশ নেই। সেখানে পড়ে পড়ে বেঘোরে ঘুম দিয়েছে সেই রাস্তার উপর। পরদিন ওর পাজামা আর 'গাবি' দেখে লোকে শনাক্ত করলো ওকে। আর কিচ্ছুটি বাকি রাখেনি হায়েনারা ----।"

তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম 'তাইতু'কে।

দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে দেখি সৌমেন মিটিমিটি হাসছে।

বললাম, "কি হ'ল, হাসছো যে?"

"হায়েনার গল্প ফেঁদে দিব্যি সকাল সকাল কেটে পড়লো মেয়েটা। সন্ধ্যের পর তো ঘর থেকে বেরোও না আর, তাই টের পাও না কিছু। সারা 'কুতবা বেত' জুড়ে জুড়িরা সব ঘুরে বেড়ায়। গায়ে 'গাবি' চড়িয়ে। কে বা মেয়ে, কে বা পুরুষ বোঝার জো নেই। 'গাবির' আড়ালে প্রেমপর্ব চলে রাতভোর।"

"আর হায়েনা? আটটা না বাজতেই তো চিৎকারে পাড়া মাৎ করে; গাবি গায়ে ছেলেমেয়েগুলোকে কিছু বলে না?"

সৌমেন বললো, "হায়ানারাও মানুষ চেনে হয়তো। সেই যে তোমার সেক্সপীয়ার নাকি বলে গেছে - 'অল দ্য ওয়ার্লড্ লাভ দ্য লাভার্স।' প্রেমের জয় সর্বত্র ----।"